দৈনিক ইত্তেফাক

৭/৯/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭/৩ ... কলাম ... ৬ ......

ছাত্র রাজনীতি

গৌরবের ৫০ বছর

ক্যাম্পাস এখন সহিংসতামুক্ত। শান্ত চায়ের কাপে প্রায় উত্তেজনার ধোঁয়া নেই। জ্বালাও-পোড়াও শ্লোগান নেই। ছাত্র সংগঠনগুলোকেও অনেক বেশি সহিষ্ণু মনে হচ্ছে। কিন্তু এই আকস্মিক হাওয়া বদলের কারণ কী? যারা একটু সচেতন, তাদের বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না– সামনেই সংসদ নির্বাচন। সুতরাং দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিপক্ষকে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস যতটা না পুরনো, তারচে বেশি গৌরবের। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যার যাত্রা শুরু। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আর নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আমাদের গর্বের মাইলফলক। স্বাধীনতা পূর্বকালীন ছাত্র রাজনীতির প্রায় পুরোটাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। এখনও পর্যন্ত এই ধারার বিশেষ কোন বদল ঘটেনি। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন আছে। কলেজগুলোতেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নেই। কিন্তু সময়ে-অসময়ের সবাইকেই ছুটতে হচ্ছে ঢাবির নেতাদের কাছে। পরামর্শ বা নির্দেশ পুরোটাই যেন তাদের কাছ থেকে পাওয়া।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট একাধিকবার বক্তব্য রেখেছেন সাম্প্রতিক ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে। এ যুগে ছাত্র সংগঠনগুলো দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করতে চায়। তাই রাষ্ট্রপতির পরামর্শ মতো কোন দলই চায় না ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে।

দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোরও গঠনতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গঠনতন্ত্র ছাড়াই ২১ বছর ধরে চলছে ছাত্রদল। ছাত্রলীগেরও গঠনতন্ত্র পুরোপুরি মানা হয় না। হাইকমান্ডের মুখের কথাই যেন এই দুই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্র। যে মাসে ঘোষিত ছাত্রদলের ২৫১ সদস্যের কমিটিতে অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। ছাত্র রাজনীতির ঘনিষ্ট নয়, অছাত্র, এমনকি মৃত ব্যক্তির নামও কমিটিতে ঢুকে পড়েছে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত সম্মেলনও হচ্ছে না।

ছাত্র রাজনীতির বৃহৎ অংশ গৌরবের। খানিক কলঙ্কজনক। তবে এই কলঙ্কের দায়ভার পুরোপুরি ছাত্রদের নয়। ওরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ছাত্র রাজনীতি পুরোপুরি বাতিলের প্রশ্নেও মতানৈক্য দেখা যায়। তবে বর্তমান সরকারের কাছ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা হতে পারে। ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতার রূপটি কেমন হতে পারে, কিংবা ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গে নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে।

আর ছাত্র রাজনীতির গৌরবের ধারা ফিরিয়ে আনতে ছাত্রদেরই এগিয়ে আসতে হবে আগে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ নিয়ে আসতে হবে। নিয়মিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ তথা ডাকসু, জাকসু, রাকসু ইত্যাদি নির্বাচন করতে হবে। তাহলে ক্যাম্পাসের চিত্র বদলে যাবে। নির্বাচনে সুষ্ঠুতা রক্ষা করা সম্ভব হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মেধাবীদেরকেই নির্বাচিত করার সুযোগ পাবে।

❑ নিজস্ব প্রতিনিধি